## সার্ক সম্মেলন

# সম্মেলনে কী আসে যায়

**অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। সার্ককে ঘিরে অনেক আশা-আকাঙ্খা থাকলেও তার বাস্তবায়ন ঘটেছে খুবই কম। সম্মেলনের পর সম্মেলন হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবারের সম্মেলন নিয়ে মাতামাতি অনেক হলেও প্রাপ্তির খাতা যে শূন্য তা বোঝা যাচ্ছে...** লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

তেরো সংখ্যাটিতে শনির আছর আছে নির্ঘাৎ। ১৩তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের কথাই ধরুন। হ্যাপা তো কম হলো না! ভারত বাগড়া দিল প্রথমবার নেপালের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে। সুনামির জন্য পেছাল দ্বিতীয় দফা। তৃতীয় দফা স্থগিত হয়ে যাওয়াটা ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাংলাদেশ এবং ভারতে যুগপৎ বোমা হামলার প্রেক্ষিতে। উপরন্তু, সম্মেলনের দিন-ক্ষণের মধ্যে একটা জ্বলজ্বলে ১৩ তো ছিলোই। এখনো কিছু হয়নি। আশা করা যায়, এ যাত্রায় শনির দশা কাটাতে পারবে বাংলাদেশ। যেকোনো মূল্যে সম্মেলন সফল করতে সরকার খুবই কমিটেড। আলোচনার টেবিলে সাফল্য কতোটা ধরা দেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

*সম্মেলনে সবার দৃষ্টি থাকবে শওকত আযিয-মনমোহনের দিকে*

সার্ক নিয়ে ঢাকার উৎসাহে ঘাটতি কোনোকালেই ছিল না। হাজার হোক, দক্ষিণ এশীয় এই আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাটির স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশ। এই সংগঠনকে কাজে লাগালে বাংলাদেশসহ প্রতিটি সহযোগী দেশেরই লাভ- ঢাকা এ কথা উপলব্ধি করেছে অনেক আগেই। সমস্যা সবচেয়ে বড় দেশটিকে নিয়ে। সার্কভুক্ত বাকি ছয়টি দেশের সঙ্গে ভারতের আসলে মানসিক দূরত্ব রয়েছে। কেননা, সার্কের অছিলায় এই দেশগুলোর সঙ্গে এক কাতারে ভারতকে চলতে হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই ব্যাপারটি ভারতের পক্ষে হজম করাটা একটু মুশকিলই বটে। পাকিস্তানকে আমলে নিতে বাধ্য হলেও অন্য দেশগুলোকে ভারত তার 'ছোটভাই' হিসেবে দেখে। এখন যে জমায়েতে ছোটভাই বড়ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখার সাহস পায়, সেই জমায়েত যত কম হয়, ভারত সেটাই চেয়েছে বরাবর।

কাজেই মেঘে মেঘে বেলা অনেক হলেও, সার্ক কার্যকর কোনো সংগঠনের চেহারা পায়নি। সার্ক পা রেখেছে তৃতীয় দশকে। বলার মতো কোন অর্জনটি আছে এই সংস্থার? দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা বাণিজ্য বৃদ্ধিতে কোনো সাফল্য নেই সার্কের। সম্মেলনের পর সম্মেলন হয়েছে। অনেক সময় তাও হয়নি। এর কার্যক্রম প্রায় সবই নামকাওয়াস্তে। সার্ক পরিণত হয়েছে কাগুজে বাঘে।

তারপরেও সার্কের ব্যাপারে এতো দ্রুত উপসংহার টানাটা নেহাত বোকামি হবে। কেননা সংস্থাটি সাতটি দেশের প্রায় ১৩৫ কোটি জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। এ অঞ্চলে সার্কই একমাত্র সহযোগী সংস্থা, যেটি দুই চরম বৈরী প্রতিবেশীকে নিয়ে গঠিত। সংস্থাটির সম্ভাবনা অপরিসীম। দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনমান উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি, সীমান্ত সমস্যা নিরসনসহ অসংখ্য দায়িত্ব রয়েছে সার্কের কাঁধে। একমাত্র সার্কের মতো একটি সার্বজনীন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সদস্য দেশগুলো নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারে, অন্য কোনোভাবে নয়। কাজেই সার্ককে বাতিল করে দিলে চলবে না। এর বেঁচে থাকার মধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার সম্মিলিত স্বপ্নের বেঁচে থাকা।

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের যে শঙ্কা তা গ্রাস করেছে সার্ক অঞ্চলকেও। এবারের সম্মেলনে এ প্রসঙ্গটিই প্রাধান্য পাবে সবচেয়ে বেশি। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়ন কঠিন কাজ হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদ সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হবে কি না- এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন এবং স্পর্শকাতর। মৌলবাদের নামে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে খুব দ্রুত। এতে আবার বিভিন্ন দেশ মদদ দিচ্ছে। এভাবে অন্যের জন্য গর্ত খুঁড়তে গিয়ে নিজেরা পড়ে যাচ্ছে সেই গর্তে। এই গর্ত খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধে কোনো মতৈক্য এবারও যে হবে না, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অর্থনীতি এবং বাণিজ্য প্রসঙ্গও আসবে জোরেশোরে। অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু, ভিসামুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন নিয়ে আলোচনা জমবে। এছাড়া আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় 'অর্থনৈতিক ইউনিয়ন' গঠনের ঘোষণা আসতে পারে। মোট কথা, সার্কভুক্ত দেশগুলো চাইছে সার্ককে একটি অর্থনৈতিক জোটে রূপ দিতে। এ লক্ষ্যে চীনকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ইতিমধ্যে সমর্থনও দিয়েছে। কিন্তু ভারত চায় আফগানিস্তানকে। দেশটি আসতে পারে সার্ককে। তবে চীনকে বাদ দিয়ে নন। পাশাপাশি মিয়ানমারের কথাটাও মাথায় রাখা দরকার।